207
5

اليوم الآخر - بنغالي

শেষ দিবস

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديعة
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
ص.ب ٢٤٩٣٢ - الرياض ١١٤٥٦ - هاتف ٤٣٣٠٨٨٨ - فاكس ٤٣٠١١٢٢

أحكام اليوم الآخر

أعده وترجمه للغة البنغالية

شعبة توعية الجاليات في الزلفي

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديعة، ١٤٢٨هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات في الزلفي

اليوم الآخر باللغة البنغالية. / شعبة توعية الجاليات في الزلفي. -الرياض، ١٤٢٨هـ

٢٤ ص ، ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ٧-٧-٩٩٩٧-٩٩٦٠-٩٧٨

١- القيامة أ- العنوان

ديوي ٢٤٣ ١٤٢٨/٦٣٥٢

رقم الإيداع : ١٤٢٨/٦٣٥٢

ردمك : ٧-٧-٩٩٩٧-٩٩٦٠-٩٧٨

أحكام اليوم الآخر
শেষ দিবস

শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের ছয়টি মূল ভিত্তি ও রূকন-সমূহের মধ্যে অন্যতম ভিত্তি ও রূকন। কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ এদিবস সম্পর্কে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত ও বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূলের উপর ঈমান না আনে। মানুষের আত্মার সংশোধন, তার আল্লাহভীতি ও আল্লাহর দ্বীনে অবিচল-অনড় থাকার ক্ষেত্রে শেষ দিবস সম্পর্কে জ্ঞান ও তার অধিকাধিক স্মরণের বিরাট প্রভাব রয়েছে। উক্ত দিনের ভয়াবহতা, আতঙ্ক ও ভীষণ পরিস্থিতির স্মরণ করা থেকে বিমুখ হওয়াই মানুষের অন্তরকে করে পাষাণ, উদ্বুদ্ধ করে তাকে পাপ করতে। সেদিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً ﴾ (المزمل:١٧)

অর্থাৎ, "অতএব, তোমরা কিরূপে আত্মরক্ষা করবে যদি তোমরা সেদিনকে অস্বীকার করো, যেদিন বালকদেরকে করে দিবে বৃদ্ধ? (সূরা মুয্যাম্মিল ১৭) তিনি আরো বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ ﴾ (الحج:١-٢)

অর্থাৎ, "হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, নিঃসন্দেহে কিয়ামতের কম্পন বড় ভয়াবহ জিনিস। যেদিন তোমরা তাকে

দেখবে সেদিন অবস্থা এই হবে যে, প্রত্যেক স্তন্য দানকারিণী নিজের দুগ্ধপোষ্য সন্তান থেকে গাফেল হয়ে যাবে। গর্ভবতী নারীর গর্ভ খসে পড়বে এবং লোকদেরকে তোমরা উদভ্রান্ত দেখতে পাবে। অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না, বরং আল্লাহর আযাবই এত দূর সাংঘাতিক হবে"। (সূরা হাজ্জঃ ১-২)

মৃত্যুঃ এই পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের শেষ পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ (آل عمران:١٨٥)

অর্থাৎ, "প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে"। (সূরা আলে-ঈমানঃ ১৮৫) তিনি আরো বলেন,

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ (الرحمن:٢٦)

অর্থাৎ, "এ পৃথিবীতে সবই ধ্বংসশীল।" (সূরা আর্‌রাহমানঃ২৬) তিনি তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ (الزمر:٣٠)

অর্থাৎ, "আপনিও মৃত্যু বরণ করবেন আর তারাও মরবে"। (সূরা যুমারঃ৩০) এ বিশ্ব চরাচরে কোন মানুষের জন্য চিরস্থায়ীত্ব নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ﴾ (الانبياء:٣٤)

অর্থাৎ, "চিরন্তনতা তো তোমার পূর্বের কোন মানুষের জন্য সাব্যস্ত করে দেই নি"। (সূরা আম্বিয়াঃ ৩৪)

মৃত্যু সম্পর্কীয় কিছু বিষয়

১। মৃত্যু একটি নিশ্চিত বস্তু তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ অধিকাংশ লোকই তা থেকে গাফেল। একজন মুসলিমের করণীয় হলো, মৃত্যুর কথা বেশী বেশী স্মরণ করা এবং তার জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকা। অনুরূপ-ভাবে দুনিয়া থাকতে সময় ফুরিয়ে যাবার পূর্বে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করা। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((اِغْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْسٍ، حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَشَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ)) مسند الإمام أحمد

অর্থাৎ, "পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মূল্যবান মনে করো, তোমার জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে, তোমার সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, তোমার অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে, তোমার যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে এবং তোমার স্বচ্ছলতা-প্রাচুর্যকে দরিদ্রতার পূর্বে।"(মুসনাদ আহমদ)) জেনে রাখুন, মৃত ব্যক্তি পার্থিব কোন সম্পদ কবরে বয়ে নিয়ে যাবে না।থাকবে তাঁর সঙ্গে শুধুমাত্র তার আমল। সুতরাং ভাল কাজের পাথেয় সংগ্রহ করতে আগ্রহী হোন, যা আপনাকে দেবে চিরস্থায়ী আনন্দ এবং আল্লাহর অনুম-তিক্রমে তাঁর আযাব থেকে মুক্তি ও পরিত্রাণ।

২। মানুষের জীবনের সময় সীমা এমন একটি রহস্য ও গোপন বস্তু, যা একমাত্র মহান আল্লাহ জানেন, অন্য কেউ নয়। কেউ জানে না যে, সে কোথায় মরবে এবং কখন মরবে। কারণ, সেটা গায়েবের ইলম্ তথা অদৃশ্য জগতের জ্ঞান, যা এক ও এককভাবে মহান আল্লাহই জানেন।

৩। মৃত্যু এলে তা দমন, প্রতিহত করা বা পিছিয়ে দেয়া কিংবা তা থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (لأعراف:٣٤)

অর্থাৎ, "প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। তাদের সেই মেয়াদ যখন পূর্ণ হয়ে আসে, তখন এক নিমেষেরও আগে কি পরে হয় না।" (সূরা আ'রাফঃ৩৪)

৪। মু'মিনের নিকট যখন মৃত্যু আসে, তখন মৃত্যুর ফেরেশতা সুন্দর মনোহর রূপ ও আকৃতি নিয়ে উপস্থিত হোন। সুগন্ধে ভরে যায় পরিবেশ। আর তাঁর সাথে থাকেন রহমতের ফেরেশতা, যাঁরা উক্ত ব্যক্তিকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। আল্লাহ্ পাক বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (فصلت: ٣٠)

অর্থাৎ, "যে সব লোক বললো, আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক ও মালিক এবং তারা এর উপর সুদৃঢ় ও অটল থাকলো, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য ফেরেশতা অবতরণ ক'রে বলেন, ভয় পেয়োনা, চিন্তা করো না আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও, তোমাদের নিকট যার অঙ্গীকার করা হয়েছে।" (সূরা ফুস্‌সিলাত ১ঃ ৩০)

পক্ষান্তরে কাফেরের কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা ভীতিপ্রদ আকৃতি ধারণ করে ও কালো চেহারা নিয়ে আসেন এবং তাঁর সাথে থাকে আযাবের ফেরেশতা যাঁরা তাকে আযাবের দুঃসংবাদ দেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (الأنعام: ٩٣)

অর্থাৎ, "যদি আপনি দেখেন যখন যালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত ক'রে বলেন, বের করে দাও তোমাদের আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতের মোকাবিলায় অহংকার ও বিদ্রোহ করতে।" (সূরা আনআমঃ ৯৩)।

মৃত্যু এলে বাস্তব সত্য উম্মোচিত হয়ে যাবে এবং আসল তত্ত্ব প্রত্যেক মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (المؤمنون:٩٩-١٠٠)

অর্থাৎ, "যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন, যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে অন্তরায় আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।" (সূরা মু'মিনুনঃ৯৯-১০০)। মৃত্যু এলে কাফের ও পাপী লোক ভাল ও সৎকাজ করার জন্য পুনরায় পার্থিব জীবনের দিকে ফিরে যেতে চাইবে কিন্তু সময় শেষ হওয়ার পর অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ (الشورى: من الآية٤٤)

অর্থাৎ, "তুমি দেখতে পাবে এসব যালিম লোকেরা যখন আযাব দেখবে,

তখন বলবে, এখন ফিরে যাবার কোন পথ কি আছে? (সূরা শুরাঃ ৪৪)
৫। বান্দাগণের উপর আল্লাহর অশেষ করুণা ও রহমত যে,যার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে শেষ বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' হবে, সে জান্নাত লাভ করবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) أخرجه أبو داود ٣١١٦

অর্থাৎ, "দুনিয়ায় যার শেষ বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। (আবূ দাউদ ৩১১৬) কারণ, এমনি মুমূর্ষ অবস্থা ও সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে কালেমার ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে তা উচ্চারণ করা সম্ভব হবে না। নিষ্ঠাহীন ব্যক্তি তো মৃত্যুর যাতনায় তা ভুলে যাবে। একারণেই মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর স্মরণ দেয়া সুন্নাত। যেমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)) رواه مسلم ٩١٦

অর্থাৎ, "তোমরা তোমাদের মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' পড়তে বলো।" (মুসলিম ৯১৬) তবে তার উপর বেশী চাপ সৃষ্টি করবে না, যাতে সে বিরক্ত হয়ে কোন অসংগত কথা বলে না ফেলে।

কবর

আনাস (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ قَالَ يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ قَالَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ

أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ قَالَ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الجَنَّةِ قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا)) ((وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ))

অর্থাৎ, "যখন বান্দাকে কবরে দাফন করা হয় এবং তাঁর সঙ্গী সাথীরা ফিরে যায়, তখন সে তাদের জুতোর শব্দ শুনতে পায়, এমতাবস্থায় দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান এবং তাকে বলেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বল? রাসূল (সাঃ) বলেন, 'সে যদি মু'মিন হয়, তাহলে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল'। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন, 'তখন তাকে বলা হবে, দেখ! দোযখে তোমার স্থান, আল্লাহ তার পরিবর্তে বেহেশতের একটি বাসস্থান দান করেছেন'। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন, সে উভয় স্থান অবলোকন করবে'। কিন্তু যখন কাফের বা মুনাফেককে বলা হবে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বল? তখন সে বলবে, আমি জানি না, লোকেরা যা বলতো, আমিও তাই বলতাম। অতঃপর তাকে বলা হবে, না তোমার জ্ঞান ছিল; না যাদের জ্ঞান ছিল, তাদের অনুসরণ করেছিলে। অতঃপর লোহার হাতুড়ি দ্বারা এমন এক প্রচন্ড আঘাত করা হবে যে, তার ফলে সে এমন চিৎকার করবে, যা মানুষ ও জ্বীন ছাড়া কবরের পার্শ্বস্থ সব কিছু শুনতে পাবে। (বুখারী ১৩৩৮-মুসলিম ২৮৭)

কবরে মানুষের দেহে প্রাণ ফিরে আসার বিষয়টি আখেরাত সংশ্লিষ্ট বিষয় হেতু মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এ পৃথিবীতে তা অনুধাবন করতে পারে না। মুসলিমদের ঐক্যমত বিশ্বাস যে, মানুষ প্রকৃত মু'মিন ও অফুরন্ত সুখের

যোগ্য হলে, সে কবরে আরাম উপভোগ করবে অথবা শাস্তির যোগ্য হলে, সে শাস্তি পাবে, যদি আল্লাহ তাকে ক্ষমা না করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ (غافر:٤٦)

অর্থাৎ, "সকাল ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয়। আর যখন কেয়ামতের মুহূর্ত আসবে, তখন নির্দেশ হবে যে, ফেরাউনের দলবলকে কঠিনতর আযাবে নিক্ষেপ করো।" (সূরা গাফিরঃ ৪৬)। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)) رواه مسلم ٢٨٦٧

অর্থাৎ, "কবরের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও।" (মুসলিম ২৮৬৭) সুষ্ঠুবিবেকও তা অস্বীকার করে না। কারণ,মানুষ এ পার্থিব জীবনে উহার সাদৃশ্য বা কাছাকাছি বস্তু দেখে। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে অনুভব করে যে, তাকে কঠিনতর শাস্তি দেয়া হচ্ছে আর সে চীৎকার ক'রে অন্যের সহযোগিতা কামনা করছে, কিন্তু তার পাশের ব্যক্তি এ সম্পর্কে কিছুই অনুভব করে না। অথচ জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে বিরাট তফাৎ রয়েছে। কবরে শাস্তি দেহ ও প্রাণ (আত্মা) উভয়ের উপর হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ)) رواه الترمذي ٢٣٠٨

অর্থাৎ, "কবর হচ্ছে আখেরাতের প্রথম মাঞ্জিল, যে তা থেকে মুক্তি

পাবে, পরবর্তীতে আরো সহজে মুক্তি পাবে। আর যে কবর থেকে মুক্তি পাবে না, সে পরবর্তীতে আরো কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হবে।" (তিরমিজী ২৩০৮, হাদীসটি হাসান/ভাল, দ্রষ্টব্যঃ সুনানে তিরমিযী আলবানী রাহঃ) মুসলিমদের উচিত কবরের আযাব থেকে মুক্তি কামনা করা, বিশেষ করে নামাযের সালাম ফিরার পূর্বে। অনুরূপ সেই সকল পাপ থেকে দূরে থাকা, যা কবরের আযাব ও দোজখের আগুন ভোগ করার প্রধান কারণ। 'কবরের আযাব' বলা হয়, কারণ অধিকাংশ মানুষকে কবরে দাফন করা হয়। তবে পানিতে ডুবেগেলে বা আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে কিম্বা হিংস্র পশু খেয়ে ফেললেও বারযাখে আযাব বা আরাম ভোগ করবে।

কবরে আযাব বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন লোহা বা অন্য কিছুর হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করা, অন্ধকার দিয়ে কবর পূর্ণ করে দেয়া, আগুনের বিছানা বিছিয়ে দেয়া, দোযখের দিকে দরজা খুলে দেয়া, তার খারাপ ও পাপ কার্যসমূহের একজন কুশ্রী দুর্গন্ধময় ব্যক্তির রূপ ধারণ করে তার সাথে কবরে থাকা। মুনাফিক বা কাফের হলে আযাব অব্যাহত থাকবে। পাপী মু'মিনের পাপ অনুসারে আযাব বিভিন্ন প্রকার হবে, আর সে আযাব নির্দিষ্ট সময়ের পর বন্ধ হয়ে যবে। পক্ষান্তরে মু'মিন কবরে আরাম ও পরম সুখ উপভোগ করবে। কবর তার জন্য প্রশস্ত করে দেয়া হবে, আলো দ্বারা তার কবর সমুজ্জ্বল করা হবে, বেহেশতের দিকে দরজা খুলে দেয়া হবে, যা দিয়ে আসবে বেহেশতের হাওয়া ও সুঘ্রাণ, বেহেশতের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে এবং তার সৎকার্যসমূহ এমন সুদর্শন ব্যক্তির রূপ ধারণ করবে, যার সংস্পর্শে সে পাবে স্বস্তি ও সন্তুষ্টি।

কিয়ামত ও তার কিছু নিদর্শনঃ

১। আল্লাহ্ পাক এ বিশ্বকে চিরস্থায়িত্বের জন্য সৃষ্টি করেন নি। বরং এমন এক দিন আসবে যেদিন এ দুনিয়া নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আর সেদিনটাই হবে

কিয়ামত দিবস।এটা একটি ধ্রুব সত্য যাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (غافر:٥٩)

অর্থাৎ, "নিশ্চয় কিয়ামত আসবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে না" (সূরা গাফিরঃ ৫৯) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَ تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ سبأ :٣

অর্থাৎ, "কাফেররা বলে, কিয়ামত আমাদের কাছে আসবে না। তুমি বলে দাও, আমার প্রতিপালকের শপথ! কিয়ামত তোমাদের নিকট অবশ্য-ই আসবে।" (সূরা সাবাঃ ৩) কিয়ামত নিকটবর্তী একটি সত্য। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾ [القمر ١]

অর্থাৎ, "কিয়ামতের মুহূর্ত নিকটবর্তী হয়েছে।" (সূরা ক্বামারঃ ১)। আল্লাহ পাক আরো বলেন,

﴿ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ ﴾ [الأنبياء:١]

অর্থাৎ, "অতি নিকটে এসে গেছে লোকদের হিসাব-নিকাশের মুহূর্ত অথচ তাঁরা এখনো গাফলাতের মধ্যে বিমুখ হয়ে পড়ে আছে।" (সূরা আম্বিয়াঃ ১) কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়াটা মানুষের অনুমানের মাপকাঠিতে নয় এবং তাদের জ্ঞান ও জানা-শুনার আলোকে নয়, বরং সেটা আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং দুনিয়ার গত হওয়া সময় হিসাবে খুবই নিকটবর্তী বলা

হয়েছে।

কিয়ামতের মহূর্তটির জ্ঞান গায়েবের ইলম যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। সৃষ্টির কাউকে তিনি এবিষয়ে অবগত করেন নি। আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً﴾ (الأحزاب:٦٣)

অর্থাৎ, "লোকেরা তোমায় জিজ্ঞাসা করে যে, কিয়ামত কখন আসবে? বলো, তার জ্ঞান আল্লাহর নিকট রয়েছে; তুমি কি করে জানবে। সম্ভবত তা খুব নিকটে উপস্থিত হয়ে গেছে।" (সূরা আহযাবঃ ৬৩) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এমন কিছু নিদর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন, যা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা প্রমাণ করে। তম্মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে দাজ্জালের আবির্ভাব। সে হবে মানুষের জন্য এক মহা ফেতনা, বিপর্যয় ও পরীক্ষা। আল্লাহ পাক তাকে অলৌকিক কতিপয় বস্তু সম্পাদন করার ক্ষমতা দেবেন। ফলে অনেক মানুষ ধোকার ধূম্রজালে আটকা পড়বে। সে আকাশকে নির্দেশ দিলে বৃষ্টি বর্ষণ করবে, ঘাসকে নির্দেশ দিলে উৎপন্ন হবে এবং মৃত্যু ব্যক্তিকে জীবিত করতে পারবে, আরো অনেক কিছু। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) এও উল্লেখ করেছেন যে, সে কানা হবে, দোযখ ও বেহেশ্তের দৃশ্য ও নমুনা নিয়ে আসবে।সে যেটাকে বেহেশ্ত বলবে, সেটা হবে দোযখ এবং যেটাকে দোযখ বলবে, সেটা হবে বেহেশ্ত। এ পৃথিবীতে সে চল্লিশ দিন বাস করবে। প্রথম একদিন এক বছরের সমান, আরেক দিন এক মাসের সমান, আরেক দিন এক সপ্তাহের সমান, এবং অবশিষ্ট দিনগুলো স্বাভাবিক দিনের মত হবে। মক্কা ও মদীনা ছাড়া পৃথিবীর এমন কোন স্থান অবশিষ্ট থাকবে না, যেখানে সে প্রবেশ করবে না।

কিয়ামতের আরো নিদর্শনসমূহের মধ্যে হচ্ছে, পূর্ব দামেস্কের একটি সাদা মিনারে ফজরের নামাযের সময় ঈসা ইবনে মরিয়াম (আলাইহিস্ সালাম) এর অবতরণ। তিনি লোকদের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করবেন। অতঃপর দাজ্জালকে খুঁজবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। কিয়ামতের আরেক নিদর্শন হচ্ছে, পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়। মানুষ যখন তা দেখবে, তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঈমান আনা আরম্ভ করবে কিন্তু সে ঈমান আর কোন কাজে আসবে না। এতদ্ব্যতীত আরো অনেক কিয়ামতের নিদর্শন রয়েছে।

২। সর্বাপেক্ষা দুষ্ট ও অসৎ লোকের উপর কিয়ামত কায়েম হবে। কারণ, আল্লাহ্ পাক ইতিপূর্বে সুঘ্রাণময় এমন এক বাতাস প্রেরণ করবেন, যা মু'মিনদের প্রাণ কবজ করে নেবে। মহান আল্লাহ যখন সমস্ত সৃষ্টিজগতকে নিশ্চিহ্ন করার ইচ্ছা করবেন, তখন ফেরেশতাকে সুর (অতীব বিশাল বাঁশি) ফুঁকার নির্দেশ দেবেন।মানুষ তা শোনা মাত্র অজ্ঞান হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾

(الزمر: ٦٨)

অর্থাৎ, "আর সে দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে।আর যারা আকাশ মন্ডল ও যমীনে আছে, সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা করেন (কেবল সেই লোক ছাড়া)।"(সূরাঃ৬৮)। আর সে দিনটি হবে শুক্রবার অতঃপর ফেরেশতাকুল মৃত্যু বরণ করবেন। মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বেঁচে থাকবে না।

৩। মানুষের দেহ কবরে ক্ষয় হয়ে যাবে।পিঠের নিম্নভাগের হাড়ের মূলাংশ ব্যতীত মাটি সারা দেহ খেয়ে ফেলবে। কেবল আম্বিয়ায়ে কেরামদের দেহ

মাটি খেতে পারবে না। আল্লাহ পাক আকাশ হতে এক প্রকার বৃষ্টিপাত করে দেহ- গুলোকে সজীব-সতেজ করবেন। যখন তিনি মানুষের পুনরুত্থান ও পুনরুজ্জীবনের ইচ্ছা করবেন, তখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা ইসরাফীলকে জীবিত করে শিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়ার নির্দেশ দেবেন। অতঃপর তিনি সৃষ্টিকুলকে জীবিত করবেন এবং মানুষকে তাদের কবর থেকে প্রথমবার সৃষ্টি করার ন্যায় জুতাবিহীন, উলঙ্গদেহ ও খাতনাবিহীন অবস্থায় উঠাবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ (يس:٥١)

অর্থাৎ, "পরে এক শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। আর সহসা তারা নিজেদের প্রতিপালকের সমীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য কবরসমূহ হতে বের হয়ে পড়বে" (সূরা ইয়াসীনঃ৫১)। আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

﴿يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوْفِضُوْنَ، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ﴾ المعارج: ٤٣-٤٤

অর্থাৎ, "সেদিন তারা কবর হতে দ্রুতবেগে বের হবে-যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত, তারা হবে হীনতাগ্রস্ত। এটাই সেইদিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হতো।" (সূরা মাআরিজঃ৪৩-৪৪) কবর হতে সর্ব প্রথম যিনি বের হবেন, তিনি হবেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)। অতঃপর মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। হাশরের ময়দান এক বিরাট প্রশস্ত বিস্তৃত স্থান। কাফেরদের হাশর হবে তাদের মুখের উপর (অর্থাৎ চেহারা দিয়ে চলবে, পা দিয়ে নয়)। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

অসাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কিভাবে তাদের মুখমন্ডল দিয়ে হাশর হবে? তিনি উত্তরে বলেন,

((قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) متفق عليه ٤٧٦٠-٢٨٠٦

অর্থাৎ, " যে মহান সত্তা তাদেরকে পা দ্বারা চালাতে পারেন, তিনি কি তাদেরকে কিয়ামতের দিন মুখ দিয়ে চালাতে সক্ষম নন?" (বুখারী ৪৭৬০-মুসলিম ২৮০৬) আল্লাহর যিক্‌র হতে বিমুখ ব্যক্তির হাশর হবে অন্ধাবস্থায়। সূর্য মানুষের অতি নিকটে আসবে, মানুষ নিজেদের আমল অনুসারে ঘামে আচ্ছন্ন থাকবে; কেউবা দু গোড়ালী পর্যন্ত, আর কেউ কোমর পর্যন্ত আর কেউ ঘামে নাক বরাবর নিমজ্জিত থাকবে। কিন্তু সেদিন আল্লাহ নিজের ছায়ায় কয়েক প্রকার লোকদেরকে স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)) متفق عليه ١٤٢٣-١٠٣١

অর্থাৎ, " সাত প্রকার লোককে আল্লাহ নিজের ছায়ায় স্থান দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক,

(২) যে যুবক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে বড় হলো, (৩) যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সঙ্গে ঝুলে থাকে, (৪) যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর নিমিত্ত ভালবেসে একত্রিত হয়েছে এবং তাঁরই নিমিত্ত বিচ্ছিন্ন হয়েছে, (৫) সে ব্যক্তি যাকে এক সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী মহিলা (ব্যভিচারের জন্য) আহ্বান করলে সে বললো, আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৬) সে ব্যক্তি যে এত গোপনীয়তা রক্ষা করে দান করে যে, তার বামহাত জানে না যে, তার ডানহাত কি খরচ করেছে, (৭) আর সে ব্যক্তি, যে আল্লাহকে নিভৃত নির্জন স্থানে স্মরণ করে এবং তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু বের হয়।" (বুখারী ১৪২৩-মুসলিম ১০৩১) আর হিসাব শুধু পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং মহিলাদেরকেও কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে।যদি ভাল হয়, তো ভাল প্রতিদান পাবে। আর মন্দ হলে, মন্দ ফলাফল ভোগ করবে। পুরুষের প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশ যেমন, তেমনি মহিলাদেরও।

সেদিন মানুষকে চরম পিপাসা লাগবে, যে দিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। তবে এ দীর্ঘ সময় মু'মিনদের কাছে এক ওয়াক্ত ফরয নামায আদায়ের মত দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাবে। মুসলিমগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর 'হাওযে কাওসারে' আসবে এবং পান করবে। 'হাওয' আল্লাহর এক বিশেষ দান, যা তিনি আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলা-ইহি অসাল্লাম)কে দান করেছেন। কিয়ামতের দিবসে তাঁর উম্মাত এর পানি পান করবে। উক্ত হাওযের পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং মিস্কের চেয়েও সুগন্ধময় হবে। আর পানপাত্র হবে আকাশের নক্ষত্রের সমান। যে একবার পান করবে, সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না।

মানুষ হাশরের মাঠে এক সুদীর্ঘ কাল বিচার ফায়সালা ও হিসাব-নিকাশের অপেক্ষা করবে। সূর্যের প্রচন্ড তাপে ও কঠিন পরিস্থিতিতে যখন অপেক্ষা ও দাঁড়িয়ে থাকার কাল দীর্ঘ হয়ে যাবে, তখন বিচার শুরু করার জন্য

লোকেরা আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে লোক খুঁজবে। অতঃপর তারা আদম (আঃ) এর কাছে আসবে। তিনি অপারগতা প্রকাশ করবেন। অনুরূপভাবে হযরত নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) একের পর এক অক্ষমতা ও অপারগতা পেশ করবেন। অবশেষে হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর নিকট এলে, তিনি বলবেন, এ কাজ তো আমারই। অতঃপর তিনি আরশের নিচে সেজদাবনত হয়ে আল্লাহর এমন কিছু প্রশংসার বাক্য দিয়ে প্রশংসা করবেন, যা সেদিন আল্লাহ তাঁকে শিখিয়ে দেবেন। অতঃপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তোমার মাথা তোল এবং প্রার্থনা কর, তোমার প্রার্থনা গৃহীত হবে এবং সুপারিশ কর, কবুল করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালা ফায়সালা ও হিসাব শুরু হওয়ার অনুমতি প্রদান করবেন। উম্মাতে মুহাম্মদীয়ার হিসাব প্রথমেই শুরু হবে।

সর্ব প্রথম বান্দার নামায সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ শুরু হবে, যদি তার নামায বিশুদ্ধ ও গৃহীত হয়, তবে অবশিষ্ট অন্যান্য আমলের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে। অন্যথায় তাঁর সমস্ত আমল প্রত্যাখ্যাত হবে। অতঃপর বান্দাকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে, (১) তার জীবন কোথায় অতিবাহিত করেছে; (২) যৌবন কাল কোথায় ব্যয় করেছে; (৩) ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে; (৪) এবং কোথায় ব্যয় করেছে; (৫) এবং তার ইলম অনুসারে আমল কি করেছে। আর সেদিন বান্দাদের পারস্পরিক ব্যাপারে যখন হিসাব শুরু হবে, তখন রক্তপাত সম্পর্কে প্রথমে ফায়সালা আরম্ভ হবে। বিনিময় দান ও প্রতিশোধ নেয়া সেদিন নেকী-বদী উভয় দ্বারা সম্পন্ন হবে। ফলে, এক ব্যক্তির নেকীগুলো তার প্রতিপক্ষকে দেয়া হবে। যদি নেকী শেষ হয়ে যায়, প্রতিপক্ষের গুনাহগুলো উক্ত ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

পুলসেরাত স্থাপন করা হবে। আর তা চুলের চেয়ে সুক্ষ্ম, তরবারির চেয়ে ধারালো পুল, যা জাহান্নামের পৃষ্ঠে স্থাপন করা হবে। মানুষ নিজের আমল অনুসারে এ পুল পাড়ি দেবে। কেউ চোখের পলকের গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুত ঘোড়ার গতিতে, এ পুল অতিক্রম করবে। আবার কেউ কেউ দু'হাঁটুর উপর ভর করে চলে অতিক্রম করবে। উক্ত পুলের উপর এমন আঁকুশীও থাকবে, যা মানুষকে ধরে দোযখে নিক্ষেপ করবে। কাফের ও গুনাহগার মু'মিনগণ (যাদের জন্য আল্লাহ দোযখের ফায়সালা দেবেন) পুল হতে দোযখে পড়ে যাবে। কাফেররা তো চিরতরে দোযখে থাকবে, তবে পাপীরা আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাত লাভ করবে।

আল্লাহ পাক নবী, রাসূল ও সৎলোকদের মধ্যে যাদের জন্য মর্জি হবে সুপারিশের অনুমতি প্রদান করবেন যেন তাঁরা দোযখে নিক্ষিপ্ত তাওহীদবাদী মু'মিনদের জন্য সুপারিশ করেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন।

ফুলসেরাত পারি দিয়ে জান্নাতবাসীরা দোযখ ও বেহেশতের মধ্যবর্তী এক স্থানে থেমে যাবে যেন পরস্পর বিনিময় ও প্রতিশোধ নিয়ে ফেলে। ফলে এমন কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার কাছে অপর ভাইয়ের হক রয়ে যাবে, যতক্ষণ না সে এর বিনিময় নিয়ে নেয় এবং একজন অপর জনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়। যখন জান্নাতবাসী জান্নাতে এবং দোযখীরা দোযখে প্রবেশ করবে, তখন মৃত্যুকে এক ভেঁড়ার আকৃতিতে এনে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে জবাই করা হবে। জান্নাত ও জাহান্নামবাসী এটা দেখতে থাকবে। অতঃপর বলা হবে, হে জান্নাতবাসী! চিরস্থায়ী হও, এর পর কোন মৃত্যু নেই। হে দোযখবাসী! তোমাদের জন্য চিরন্তনতা, এর পর কোন মৃত্যু নেই। কেউ যদি আনন্দ ও উল্লাসের কারণে

মৃত্যু বরণ করতো, তবে বেহেশ্‌তবাসীরা করতো। আর যদি কেউ দুঃখ ও চিন্তায় মরে যেতো, তবে দোযখীরা মরে যেতো।

জাহান্নাম ও তার আযাব

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ﴾ [البقرة: ٢٤]

অর্থাৎ, "সেই দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।" (সূরা বাক্বরাঃ২৪) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) স্বীয় সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

((نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ)) قَالُوا: وَاللهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا)) رواه ابخاري ومسلم ٣٢٦٥-٢٨٤٣

অর্থাৎ, "তোমাদের এ আগুন যা আদম-সন্তানেরা জ্বালায়, তা হলো দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ করে বলছি, এটাই তো (জ্বালানোর জন্য) যথেষ্ট ছিল। তিনি বলেন, উত্তাপ ও গরমে ৬৯গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে দোযখের আগুনে, সবারই জ্বালানী শক্তি একই।" (বুখারী ৩২৬৫-মুসলিম ২৮৪৩)

দোযখের সাতটি স্তর। প্রত্যেক স্তরের শাস্তি অন্য স্তরের শাস্তি থেকে কঠোর। আমল অনুসারে প্রত্যেক স্তরের জন্য পৃথক পৃথক লোক রয়েছে। মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে। এর শাস্তি সর্বাপেক্ষা কঠোর। কাফেরদের শাস্তি দোযখে অব্যাহত থাকবে, বন্ধ হবে না। বরং যতবারই

জ্বলে পুড়ে যাবে পুনরায় অধিকতর শাস্তি ভোগ করার জন্য চামড়া পরিবর্তন করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [النساء:٥٦]

অর্থাৎ, "তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে পারে।" (নিসাঃ৫৬) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴾ [فاطر:٣٦]

অর্থাৎ, "আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে শাস্তি লাঘব করাও হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।"(সূরা ফাত্বিরঃ৩৬) আর জাহান্নামীদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করা হবে ও গলায় বেড়ী পরানো হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ* سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ (ابراهيم:٤٩، ٥٠)

অর্থাৎ, "তুমি ঐ দিন পাপীদেরকে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমন্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে।"(১৪ঃ ৪৯) জাহান্নামীদের খাবার হবে যাক্কুম বৃক্ষ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ* طَعَامُ الْأَثِيمِ* كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ* كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴾

[الدخان:٤٣-٤٨]

অর্থাৎ, "নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ পাপীদের খাদ্য হবে; গলিত তাম্রের মত পেটে ফুটতে থকবে। যেমন ফুটে গরম পানি।" (সূরা দুখানঃ ৪৩-৪৬) মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসটিও জাহান্নামের শাস্তির তীব্রতা ও প্রচন্ডতা এবং জান্নাতের সুখ বিলাসের মহত্ত্ব খুব পরিষ্কারভাবে বলে দেয়।। যেমন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন,

((يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لَا وَاللهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ)) رواه مسلم ٢٨٠٧

অর্থাৎ, "পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভোগ-বিলাস এবং সুখ ও আনন্দ উপভোগ-কারী জাহান্নামী ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামে নিমিষের জন্য নিক্ষেপ ক'রে বলা হবে, হে আদম-সন্তান! তুমি কি কখনোও সুখ শান্তি ভোগ করেছ? সে বলবে,না, আল্লাহর শপথ! হে আমার প্রতিপালক! সুখ শান্তির ছোঁয়া আমি কখনো পাইনি। অনুরূপভাবে জান্নাতবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃখী মানুষটাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো মাত্র জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম-সন্তান! তুমি দুঃখ ও ক্লেশ বলতে কিছু ভোগ করেছিলে? সে বলবে, না, আল্লাহর শপথ! হে অমার প্রতি পালক! আমি কখনোও দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিনি। (মুসলিম ২৮০৭) কাফের জাহান্নামে নিমিষের জন্য নিক্ষিপ্ত

হওয়ার সাথে সাথেই দুনিয়ার সমস্ত ভোগ-বিলাস ভুলে যাবে। অনুরূপ মু'মিনও জান্নাতে সামান্য ক্ষণের জন্য প্রবেশ করেই দুনিয়ার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট এবং দরিদ্রতা ও কঠিনতা সব ভুলে যাবে।

জান্নাতের বিবরণ

জান্নাত চিরস্থায়িত্ব ও মর্যাদার আবাস যা আল্লাহ্ তাঁর সৎ বান্দাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। তাতে এমন নিয়ামত আছে, যা চক্ষু কখনোও দেখেনি, কান কখনোও শুনেনি, এমন কি মানুষের অন্তরে কখনোও ধারণা ও কল্পনা রূপেও উদিত হয়নি। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة:١٧]

অর্থাৎ, "কেউ জানে না যে, তার জন্য জান্নাতে তাদের আমলের বিনিময়ে চক্ষুশীতলকারী কি কি সামগ্রী যোগাড় রাখা হয়েছে।" (সূরা সাজদাঃ ১৭) মু'মিনগণের আমল অনুসারে বেহেশ্তে তাদের স্তর ও শ্রেণী ভিন্ন হবে। আল্লাহ্ পাক বলেন,

﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة:١١]

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং জ্ঞান প্রাপ্ত, আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন।" (সূরা মুজাদিলাঃ ১১) আর তাঁরা নিজের কামনা ও রুচি অনুযায়ী যা ইচ্ছা পানাহার করবেন। তাতে আছে স্বচ্ছ পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পরিশোধিত মধুর নহর এবং পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শারাবের নহর। তবে তাঁদের সে শারাব দুনিয়ার শারাবের মত নয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ* بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ* لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ﴾ [الصافات:٤٧-٤٥]

অর্থাৎ, "শারাবের ঝর্ণাসমূহ হতে পান পাত্র পূর্ণ করে তাদের মধ্যে ঘুরানো হবে। তা উজ্জ্বল পানীয় পানকারীদের জন্য সুপেয়,সুস্বাদু। না তাদের দেহে তাঁর দরুণ কোন ক্ষতি হবে, না তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাবে।" (সূরা সাফ্ফাতঃ ৪৫-৪৮)। সেখানে তাঁরা হুরদেরকে বিবাহ করবেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন,

((وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا))

رواه البخاري ٢٧٩٦

অর্থাৎ, "জান্নাতেরএক তরুণী যদি দুনিয়াবাসীকে একবার উঁকি মেরে দেখে, তাহলে আসমান ও যমীন আলোকিত হয়ে যাবে এবং ভরে দেবে সুগন্ধে।" (বুখারী ২৭৯৬) জান্নাতীদের সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ামত হবে পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দর্শন লাভ। জান্নাতবাসীরা পেশাব পায়খানা করবে না, ফেলবে না থুথু। চিরুনী হবে স্বর্ণের, ঘাম মিস্কের। এ নিয়ামত অব্যাহত থাকবে, কখনোও বন্ধ হবে না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাই-ইহি অসাল্লাম) বলেন,

((مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ)) رواه مسلم ٢٨٣٦

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে ও চিন্তা-মুক্ত থাকবে। তার কাপড় পুরানো হবে না এবং তার যৌবন ক্ষয় হবে না।" (মুসলিম ২৮৩৬) জাহান্নাম থেকে সর্ব শেষে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ লাভকারী ব্যক্তি জান্নাতের যে অংশটুকু লাভ করবে, তা পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর চেয়ে দশ গুণ শ্রেয় হবে।